ধ্রুপদী চলচ্চিত্র গ্রন্থ ১০

আকিরা কুরোসাওয়া

চণ্ডী মুখোপাধ্যায়

আকিরা কুরোসাওয়া
চণ্ডী মুখোপাধ্যায়
প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : আগস্ট ২০২৬
প্রকাশক
সজল আহমেদ কবি প্রকাশনী ৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম মার্কেট
২৫৩-২৫৪ ড. কুদরত-ই-খুদা রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫
স্বত্ব
লেখক
প্রচ্ছদ
সব্যসাচী হাজরা
অঙ্গসজ্জা
রাসেল আহমেদ রনি
বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন
মুদ্রণ
কবি প্রেস ৩৩/৩৪/৪ আজিমপুর রোড লালবাগ ঢাকা ১২১১
ভারতে পরিবেশক
অভিযান বুক ক্যাফে কথাপ্রকাশ ঢাকা বুকস বইবাংলা দে'জ পাবলিশিং বাতিঘর
কলকাতা
মূল্য ৪০০ টাকা

Akira Kurosawa by Chandi Mukherjee Published by Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market 253-254 Dr. Kudrat-e-Khuda Road Katabon Dhaka 1205 First Edition: August 2026
Phone: 02-44617335 Cell: +88-01717217335 +88-01641863570 (bKash)
Price: 400 Taka RS: 400 US 20 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN 978-984-2250-19-4

ঘরে বসে কবি প্রকাশনীর যেকোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.kobibd.com or www.kanamachhi.com
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭০
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

বন্ধুবর কবি চলচ্চিত্রকার সজল আহমেদ-কে

ভূমিকা

বিশ্বচলচ্চিত্রের ইতিহাসে এমন কিছু চলচ্চিত্র পরিচালক আছেন, যাঁরা শুধু তাঁদের নিজস্ব দেশের চলচ্চিত্রকে নয়, সমগ্র বিশ্ব-সিনেমার ভাষা, নন্দনচেতনা এবং শিল্পভাবনাকে আমূল পরিবর্তন করেছেন। এরকমই একজন জাপানের চলচ্চিত্রকার আকিরা কুরোসাওয়া। তাঁর সিনেমায় যেমন জাপানের ইতিহাস, সংস্কৃতি, সামুরাই ঐতিহ্য ও সামাজিক পরিবর্তনের প্রতিফলন দেখা যায়, তেমনি মানবজীবনের চিরন্তন প্রশ্ন—ন্যায় ও অন্যায়, সত্য ও মিথ্যা, ক্ষমতা ও নৈতিকতা, জীবন ও মৃত্যু, ব্যক্তি ও সমাজের দ্বন্দ্ব—গভীর শিল্পবোধের সঙ্গে উঠে এসেছে। সেই কুরোসাওয়াকে নিয়েই কবি প্রকাশনীর কর্ণধার সজল আহমেদের সৌজন্যে ধ্রুপদী চলচ্চিত্র গ্রন্থমালার দশ নম্বর গ্রন্থ প্রকাশিত হলো।

এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য কেবল কুরোসাওয়ার জীবনী উপস্থাপন করা নয়। বরং তাঁর জীবন, শিল্পচিন্তা, চলচ্চিত্রভাষা, নন্দনতত্ত্ব, রাজনৈতিক ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি, মানবতাবাদ, সাহিত্যনির্ভরতা এবং বিশ্বচলচ্চিত্রে তাঁর প্রভাবকে একটি সমন্বিত আলোচনার মধ্যে নিয়ে আসা। তাঁর চলচ্চিত্রের বিষয়বস্তু, আঙ্গিক, চরিত্র নির্মাণ, সম্পাদনা, দৃশ্যরচনা, শব্দের ব্যবহার এবং আন্তর্জাতিক প্রভাবকে বিশ্লেষণ করে বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে, যাতে বাংলা ভাষার পাঠক কুরোসাওয়াকে নতুনভাবে আবিষ্কার করতে পারেন।

এই গ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক গবেষণা, সাক্ষাৎকার, আত্মজীবনীমূলক লেখা, চলচ্চিত্র-সমালোচনা এবং কুরোসাওয়ার নিজস্ব বক্তব্যকে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। তবে এটি কোনো তথ্যসংকলনমাত্র নয়; বরং বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যা এবং সমালোচনামূলক পাঠের মাধ্যমে কুরোসাওয়ার শিল্পবিশ্বকে বাংলা পাঠকের সামনে উন্মোচনের একটি প্রচেষ্টা।

আকিরা কুরোসাওয়া একবার বলেছিলেন, মানুষের প্রকৃতিকে বুঝতে হলে মানুষের গল্প বলতে হবে। তাঁর সমগ্র চলচ্চিত্রজীবন সেই বিশ্বাসেরই শিল্পিত প্রকাশ। প্রযুক্তি বদলায়, দর্শকের রুচি বদলায়, চলচ্চিত্রের ভাষা পরিবর্তিত হয়; কিন্তু মানুষের আশা, ভয়, প্রেম, লোভ, ন্যায়বোধ এবং মুক্তির আকাঙ্ক্ষা চিরন্তন। এই চিরন্তন মানবিক সত্যকেই কুরোসাওয়া তাঁর শিল্পের কেন্দ্রে স্থাপন করেছেন। এই গ্রন্থ সেই মহান শিল্পীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধার্ঘ্য এবং একই সঙ্গে বাংলা ভাষায় বিশ্বচলচ্চিত্রচর্চাকে আরও সমৃদ্ধ করার একটি আন্তরিক প্রয়াস। আশা করা যায়, এই বই পাঠকের কাছে কেবল একজন কিংবদন্তি পরিচালকের পরিচয়ই তুলে ধরবে না; বরং চলচ্চিত্রকে শিল্প, ইতিহাস ও মানবসভ্যতার গভীরতম ভাষা হিসেবে নতুনভাবে অনুধাবন করার পথও উন্মুক্ত করবে।

পরিশেষে এই গ্রন্থ-নির্মাণের সঙ্গে যুক্ত সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ।

কলকাতা
জুলাই ২০২৬

চণ্ডী মুখোপাধ্যায়

সূচিপত্র

স্মৃতিতে শৈশব ১১
চলচ্চিত্রের সন্ধানে ২১
প্রথম ছবি—সানশিরো সুগাটা ২৫
অমর জুটি—কুরোসাওয়া ও তোশিরো মিফুনে ৩৩
কেন চলচ্চিত্র তৈরি করি? ৪৫
জাপানি সংস্কৃতি ও পশ্চিমা দর্শন ৫১
দস্তয়েভস্কি ও কুরোসাওয়া ৫৫
শেকসপিয়র ও কুরোসাওয়া ৬১
ইকিরু : নৈতিক পুনর্জন্ম ৭৫
সাতজন সামুরাই এবং ৮১
যুদ্ধোত্তর জাপানের মনস্তত্ত্ব ৮৭
রেড বেয়ার্ড : কুরোসাওয়ার নৈতিক দর্শন ৯৭
কাগেমুশা : ছায়াযুদ্ধ ১০৭
কুরোসাওয়ার স্বপ্ন ১২১
মাদাদেয়ো : মৃত্যুকে প্রত্যাখান ১৩৯
কুরোসাওয়ার মৃত্যু ১৪৭
চলচ্চিত্রপঞ্জি ১৫১

স্মৃতিতে শৈশব

বিশ্বচলচ্চিত্রের ইতিহাসে আকিরা কুরোসাওয়া এক অনিবার্য উচ্চারণ। তিনি কেবল একজন জাপানি পরিচালক নন; বরং তিনি এমন এক চলচ্চিত্রভাষার নির্মাতা, যা পূর্ব ও পশ্চিমের নান্দনিকতাকে একত্রিত করে নতুন এক দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টি করেছে। তাঁর চলচ্চিত্র—এইসব চলচ্চিত্র কেবল গল্প বলে না; তারা মানব অস্তিত্ব, নৈতিকতা এবং সত্যের জটিলতাকে অন্বেষণ করে। এই অসাধারণ চলচ্চিত্রভাষার শিকড় খুঁজতে গেলে আমাদের ফিরে যেতে হয় তাঁর শৈশব ও কৈশোরে—যেখানে গড়ে উঠেছিল তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি, নৈতিকতা এবং শিল্পবোধ।

আকিরা কুরোসাওয়া তাঁর স্মৃতিচারণে লিখছেন, "আমার তিনজন বড় বোন এবং তিনজন বড় ভাই ছিল, তাই আমি ছিলাম সাত ভাইবোনের মধ্যে সবচেয়ে ছোট। আমি যেমন কান্নাকাটি করতাম, তেমনি আবার খুব বুদ্ধিমানও ছিলাম। একই সঙ্গে আমি কিছুটা পিছিয়েও ছিলাম। যুদ্ধের পর

আমি *ফরগটেন চিলড্রেন* ছবিটি দেখি এবং তাতে এমন অনেক কিছু ছিল যা আমাকে নিজের কথা মনে করিয়ে দিয়েছিল। আসলে আমি হয়তো সত্যিই পিছিয়ে ছিলাম না, বরং আমি অস্বাভাবিকভাবে নম্র ও বাধ্য ছিলাম। আমরা ছিলাম 'এদোক্কো'—অর্থাৎ টোকিওর তৃতীয় প্রজন্মের বাসিন্দা। আমার মা ছিলেন অত্যন্ত স্নিগ্ধ ও কোমল স্বভাবের, কিন্তু আমার বাবা ছিলেন বেশ কঠোর। তিনি তোয়ামা স্কুলের প্রথম ব্যাচের ছাত্র ছিলেন—যেখানে সেনা অফিসারদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো। পরে তিনি সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। অবসর নেওয়ার পর তিনি শারীরিক শিক্ষার প্রতি গভীর আগ্রহী হয়ে ওঠেন এবং জাপান ফিজিক্যাল এডুকেশন অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য হন। তিনি অত্যন্ত সক্রিয় মানুষ ছিলেন—জাপানের প্রথম সুইমিং পুল তৈরিতেও তাঁর অবদান ছিল।

আমার ছোটবেলায় বাবা কিছুকাল এবারা মিডল স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। এই স্কুলটি মেধাবী ছাত্রদের চেয়ে ক্রীড়াবিদ তৈরির জন্য বেশি পরিচিত ছিল—এর শিক্ষাপদ্ধতিও ছিল বেশ কঠোর ও স্পার্টান ধাঁচের। আমি কাছেই তাচিয়াইগাওয়াতে বড় হয়েছি, তাই প্রায়ই বাবার স্কুলে গিয়ে জালের আড়াল থেকে তাদের বেসবল খেলা দেখতাম। আমাকে খেলতে দেওয়া হতো না। আমার দুই বড় ভাই অতিরিক্ত খেলাধুলার জন্য প্লুরিসিতে আক্রান্ত হয়েছিল। যাই হোক, আমি ছোটবেলায় খুব শক্তপোক্ত ছিলাম না, তাই প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়াও সম্ভব ছিল না। তবে তখন আমি ঠিক করেছিলাম যে বড় হয়ে আমি একটি বাণিজ্যিক জাহাজের ক্যাপ্টেন হব। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় বছরে আমাদের পরিবার স্থান পরিবর্তন করে এবং আমি এদোগাওয়ার কুরোদা প্রাইমারি স্কুলে ভর্তি হই। কেইনোসুখে উয়েগুসা আমার সহপাঠী ছিল এবং আমরা বন্ধু হয়ে উঠি—আমি ছিলাম ক্লাসের সভাপতি, আর সে সহ-সভাপতি।"

উয়েগুসা পরে স্মৃতিচারণ করে বলেছিলেন—"প্রথমে যখন সে স্কুলে আসে, কেউ তাকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়নি। কিন্তু দ্বিতীয় বছর থেকেই সে ক্লাসের সভাপতি হয়ে ওঠে। সে নিজেকে ছোটবেলায় কান্নাকাটি করা ছেলে বলে উল্লেখ করেছে, কিন্তু আমি তা মনে করতে পারি না। সে কোনো

আকিরা কুরোসাওয়া (১৯১০-১৯৯৮)

প্রতিভাধর ‘জিনিয়াস’ টাইপ ছাত্র ছিল না, আবার কোনো দুষ্টু নেতা-প্রকৃতিরও ছিল না। সে কখনো পক্ষপাতিত্ব করত না—ভালো ছাত্রদের মতোই দুষ্টু ছাত্রদের সঙ্গেও সমানভাবে মিশত। আমরা প্রায়ই একসঙ্গে এদোগাওয়া নদীর তীরে কুসেয়ামা নামে একটি জায়গায় খেলতে যেতাম। সে কেনদোতে পারদর্শী ছিল এবং প্রায়ই তার সঙ্গে বাঁশের তলোয়ার রাখত। তার কথা ও আচরণে একটা নেতৃত্বের ভাব ছিল। চেষ্টা না করেও সে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। হয়তো তার সামুরাই বংশের প্রভাব ছিল, কিন্তু তখন থেকেই সে অসৎ বা কুটিল কিছু একেবারেই সহ্য করতে পারত না।

সে বানান ও আঁকাআঁকিতে খুব আগ্রহী ছিল—এবং দুটোতেই দক্ষ ছিল। আমাদের সবার মধ্যে শিল্পের প্রতি আগ্রহ তৈরি হয়েছিল মূলত আমাদের এক শিক্ষকের প্রভাবে।”

কুরোসাওয়ার বয়ানেও ফিরে আসে এই শিক্ষকের কথা, “দ্বিতীয় শ্রেণি থেকে তাচিকাওয়া নামে এক শিক্ষক আমাদের দায়িত্বে ছিলেন। তিনি সময়ের চেয়ে অনেক এগিয়ে ছিলেন এবং শিশুদের শিল্পশিক্ষার এক প্রবল সমর্থক ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে মেধাবী ছাত্রদের বেশি সুযোগ দেওয়া উচিত। রোববারে আমরা কয়েকজন তার বাড়িতে যেতাম এবং সেখানে বসে নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করতাম। তিনিই আমাকে চারুকলার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন—এবং তার মাধ্যমেই চলচ্চিত্রের সঙ্গে পরিচয় ঘটে। এই ক্ষেত্রে আমার বাবা—যদিও কঠোর সামরিক মানসিকতার মানুষ ছিলেন—আমাকে উৎসাহ দিয়েছিলেন, কারণ তিনি নতুন যুগকে বুঝতে পারতেন। কিন্তু কেয়িকা মিডল স্কুলে ভর্তি হওয়ার পর আমি সবচেয়ে বেশি ঘৃণা করতাম সামরিক প্রশিক্ষণকে। আমাদের প্রশিক্ষক ছিলেন এক প্রাক্তন সেনা ক্যাপ্টেন, যিনি ছেলেদের দিয়ে রাইফেল বহন করিয়ে মার্চ করাতেন এবং চিৎকার করে বকাঝকা করতেন। আমি সবসময় কোনো না কোনোভাবে এড়িয়ে যেতাম—একবারও রাইফেল বা বেয়নেট বহন করিনি। স্বাভাবিকভাবেই, শুটিং প্র্যাকটিসেও কখনো অংশ নিইনি এবং সবসময় শূন্য নম্বর পেয়েছি। মিডল স্কুল থেকে পাস করার সময়, প্রায় ১৯২৭ সালে, আমি সিদ্ধান্ত নিই যে আমি একজন চিত্রশিল্পী হব এবং

দোশুশা স্কুল অব ওয়েস্টার্ন পেইন্টিংয়ে ভর্তি হই। আমি বেশ দক্ষ হয়ে উঠেছিলাম, এবং আমার আঁকা ছবি দুবার 'নিকা এক্সিবিশন'-এ নির্বাচিত হয়। একই সময়ে আমি ছবি এঁকে জীবিকা নির্বাহের চেষ্টা করতাম—মেয়েদের ম্যাগাজিনের রান্নার পাতার জন্য কিংবা প্রেমের গল্পের জন্য চিত্র আঁকতাম। কিন্তু এইভাবে জীবিকা নির্বাহ করা সম্ভব ছিল না। আমার পরিবার ছিল দরিদ্র। এত কঠোর পরিশ্রম করতে হতো যে পড়াশোনা ঠিকমতো করা সম্ভব হতো না। এমনকি এক টিউব লাল রং কিনতেও আমার সমস্যা হতো। বিদেশে গিয়ে পড়াশোনার কোনো প্রশ্নই ছিল না... এবং তারপর আমি ধীরে ধীরে বুঝতে পারলাম যে একজন চিত্রশিল্পী হিসেবে নিজের ভবিষ্যৎ গড়ে তোলা আমার পক্ষে অত্যন্ত কঠিন। সেই সময়টা ছিল অর্থনৈতিক মন্দার যুগ, এবং শিল্পীদের জন্য সুযোগ ছিল খুবই সীমিত। আমার কাজের প্রতি যতই আগ্রহ থাকুক না কেন, বাস্তবতা ছিল কঠিন। ঠিক সেই সময় আমার বড় ভাই, হেইগো, আমার জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে শুরু করেন। তিনি সিনেমা হলগুলোতে 'বেনশি' হিসেবে কাজ করতেন—অর্থাৎ নির্বাক ছবির সময় গল্প ও সংলাপ বর্ণনা করতেন। তার মাধ্যমে আমি প্রথম চলচ্চিত্রজগতের ভেতরের দিকটা দেখতে শুরু করি। আমি প্রায়ই তার সঙ্গে সিনেমা দেখতে যেতাম, এবং ধীরে ধীরে এই মাধ্যমটির প্রতি আমার গভীর আগ্রহ জন্মাতে থাকে। তখনও আমি নিশ্চিত ছিলাম না যে আমি চলচ্চিত্রকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করব। কিন্তু আমি লক্ষ করলাম যে, সিনেমা এমন একটি মাধ্যম যেখানে চিত্রকলা, সাহিত্য, নাটক—সবকিছু একত্রে মিশে যেতে পারে। এটি আমাকে আকর্ষণ করেছিল। তবে আমার জীবনে একটি গভীর আঘাত আসে—আমার সেই বড় ভাই হেইগোর মৃত্যু। এই ঘটনাটি আমাকে ভীষণভাবে নাড়িয়ে দেয়। তার মৃত্যুর পর আমি একধরনের দিশেহারা অবস্থায় পড়ে যাই। কিন্তু একই সঙ্গে, এই ঘটনাই আমাকে নিজের পথ খুঁজে নিতে বাধ্য করে। এরপর আমি সিদ্ধান্ত নিই যে, আমাকে একটি স্থায়ী পেশার দিকে এগোতে হবে। কিছুদিন পর আমি একটি চলচ্চিত্র স্টুডিওতে সহকারী পরিচালক হিসেবে কাজের সুযোগ পাই। সেই সময় থেকেই আমার চলচ্চিত্রজীবনের প্রকৃত সূচনা।"

সিনেমার ইতিহাসে কিছু নাম এমন আছে, যাদের উপস্থিতি শুধু চলচ্চিত্রের ধারাকে নয়, মানবসভ্যতার আত্মচেতনার পরিসরকেও গভীরভাবে স্পর্শ করেছে। আকিরা কুরোসাওয়া সেই বিরল ব্যক্তিত্ব, যিনি পূর্ব ও পশ্চিমের সাংস্কৃতিক সেতুবন্ধে, চলচ্চিত্রভাষার বিবর্তনে এবং মানবতার অস্তিত্বসংকটের দার্শনিক বিশ্লেষণে এক অনন্য অবস্থান নির্মাণ করেছেন। আকিরা কুরোসাওয়ার জন্ম ১৯১০ সালের ২৩ মার্চ টোকিওর ওমোরি জেলায়। তাঁর পিতা ইসামু কুরোসাওয়া ছিলেন একজন প্রাক্তন সামুরাই পরিবারের সন্তান, যিনি পরবর্তীকালে জাপানি সেনাবাহিনীতে শারীরিক শিক্ষার প্রসারে কাজ করেন। তাঁর মা শিমা ছিলেন ওসাকার এক বর্ধিষ্ণু বণিক পরিবারের মেয়ে। আকিরা ছিলেন তাদের আট সন্তানের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ।

কুরোসাওয়ার ছোটবেলা কেটেছে এমন এক জাপানে, যা একদিকে তার প্রাচীন সামুরাই ঐতিহ্য আঁকড়ে ছিল, অন্যদিকে আধুনিক পাশ্চাত্য সংস্কৃতির জোয়ারে ভাসছিল। তাঁর বাবা কড়া ডিসিপ্লিনের মানুষ হলেও সন্তানদের চলচ্চিত্র দেখার ব্যাপারে উৎসাহ দিতেন, যা সেই সময়ের জাপানি সমাজে বেশ বিরল ছিল। কুরোসাওয়ার জীবনে তাঁর বড় ভাই হেইগো কুরোসাওয়ার প্রভাব ছিল অপরিসীম। হেইগোর মাধ্যমেই আকিরা বিশ্বসাহিত্যের ধ্রুপদী সৃষ্টি এবং সিনেমার নানা তত্ত্বের সাথে পরিচিত হন। পরবর্তীকালে হেইগোর আত্মহত্যা আকিরার জীবনে এক গভীর ক্ষত তৈরি করে, পরে যা তাঁর চলচ্চিত্রে মৃত্যু, বিষাদ এবং জীবনের অনিশ্চয়তা বারবার ফিরে ফিরে এসেছে। পিতা ইসামু কুরোসাওয়া ছিলেন জিমন্যাস্টিক শিক্ষক এবং সামরিক শৃঙ্খলার মানুষ; মা শিমা কুরোসাওয়া ছিলেন কোমল ও গভীর অনুভূতিশীল এক গৃহিণী, যিনি ধর্ম ও নৈতিকতার দিক থেকে ছেলেদের মানবিকতা শেখাতেন। আকিরা কুরোসাওয়া জন্মগ্রহণ করেন ২৩ মার্চ ১৯১০ সালে, টোকিও শহরের ওমোরি অঞ্চলে। তাঁর পরিবার ছিল সামুরাই বংশোদ্ভূত। পিতা ইসামু কুরোসাওয়া ছিলেন সেনাবাহিনীর ক্রীড়া শিক্ষক এবং কঠোর শৃঙ্খলা ও কর্তব্যবোধে বিশ্বাসী মানুষ। মা,